স্যমন্তক উপাখ্যান

বা

মণি হরণের কথা।

পঞ্চাননগতে ভানৌ পক্ষয়োরুভয়োরপি।
চতুর্থ্যামুদিতশ্চন্দ্রো নেক্ষিতব্যঃ কদাচন॥

এই উপাখ্যান পাঠে ভাদ্রচতুর্থীর চন্দ্র
দর্শনের দোষ খণ্ডন হয়।

কুসুমগ্রাম দাসপ্রেস।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৬ সাল।

মূল্য ৵০ আনা

স্যমন্তক উপাখ্যান।

—:*:—

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতাহতঃ।

সুকুমারক মারোদী স্তবহ্যেষ স্যমন্তকঃ।

—*—

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন,

কৃষ্ণের চরিত্র কিছু করিব শ্রবণ।

দ্বারকাতে কোন কর্ম্ম কৈল গদাধর,

মুনি বলে কহি কথা শুন নৃপবর।

কহিব কৃষ্ণের কথা শুন এক মনে,

সত্যভামা জাম্বুবতীর বিবাহ যেমনে।

গোবিন্দের সখা সত্রাজিত মহাশয়,

কৃষ্ণে মৈত্র করি বৈসে দ্বারকা নিলয়।

সমুদ্রের তীরে গিয়া রাজা একেশ্বর,

নিরাহারে তপ করে দ্বাদশ বৎসর।

তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে দেব দিবাকর,
রাজারে কহেন, তুমি মাগি লহ বর।
সূর্য্য দরশনে রাজা ভূমিতে পড়িয়া,
যোড়হাতে করে স্তব পুলকে পুরিয়া।
আমারে প্রসন্ন যদি দেব দিবাকর,
দেহত গলার মণি মাগি এই বর।
স্যমন্তক মণি তারে দিল দিবাকর,
গলে মণি দিয়া আসে দ্বারকা নগর।
সূর্য্য সম তেজ দেখি দ্বারকা নগরে,
সত্বরে সংবাদ দেয় দেব দামোদরে।
শুন শুন হে গোবিন্দ জগত ঈশ্বর,
তোমার নিকট আসে দেব দিবাকর।
অত্যন্ত প্রচণ্ড তেজ সহিতে না পারি,
শান্ত করি সূর্য্যকে পাঠাও দেব হরি।
শুনিয়া জগত প্রতি করিলা উত্তর,
মণি লইয়া আইসে সত্রাজিত নৃপবর।

ভাল হ'ল মণি দিল দেব দিবাকর,
মণির প্রভাবে সদা সুখী থাকে নর।
আনন্দে থাকিবে সব দ্বারকা নগরে,
মঙ্গলাচরণ কৈল প্রতি ঘরে ঘরে।
নিত্য অষ্টভার সোণা প্রসবে সে মণি।
মণির প্রভাবে কোন দুঃখ নাহি জানি,
খণ্ডিলেক ক্ষুধা তৃষ্ণা অকাল মরণ।
নাহি কোন দুঃখ, সদা হর্ষ সর্ব্বজন,
তবে কত দিন পরে গোবিন্দ আপনে।
চাহিয়া পাঠান মণি সত্রাজিত স্থানে,
কৃপণ হইল রাজা মণি নাহি দিল,
কৃষ্ণের মায়াতে মন স্থির না রহিল।
উদ্ধবে পাঠান কৃষ্ণ মণির লাগিয়া।
মণি নাহি দিল রাজা মাৎসর্য্য ভাবিয়া
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা উদ্ধবে পূজিল
যোড় হাত করি রাজা কহিতে লাগিল

কি কারণে আইলা তুমি কহ সত্য বাণী,
মোরে পাঠাইয়া দিলেন দেব চক্রপাণি
গোবিন্দ মাগিল মণি আইলাম আমি,
আমারে পাঠান কৃষ্ণ মণি দেহ তুমি।
শুনিয়া উদ্ধব বাক্য বলে সত্রাজিত,
কহিব মণির কথা তোমার বিদিত।
উদ্ধব তোমারে আমি কহি সত্য বাণী,
গোবিন্দ মাগিবে মণি আমি নাহি জানি।
ছোট ভাই প্রশেনকে সুন্দর দেখিয়া,
তাহারে দিয়াছি মণি গলায় গাথিয়া।
করযোড় করি বলি তোমা বিদ্যমানে,
বিনয়ে কহিবা তুমি গোবিন্দের স্থানে।
উদ্ধব বলিল যবে নাহি দিল মণি,
ঈষৎ করিলা হাস্য দেব চক্রপাণি।
একদা প্রশেন তবে ঘোটকে চাপিয়া,
মৃগয়া করিতে গেল গলে মণি দিয়া।

গলে মণি মৃগ মারে দেখিল কেশরী,
রুষিয়া নিকটে আসে দশন পশারি।
অপবিত্রে ধরে মণি কানন ভিতর.
পবিত্রে ধরিতে মণি সূর্য্যে দিলা বর।
প্রশেনে মারিয়া মণি লইল কেশরী,
অশ্ব সহ প্রশেনে পাঠায় যম পুরী।
মণি লয়ে যায় সিংহ অরণ্য ভিতরে,
হেনকালে জাম্বুবান দেখিল তাহারে।
মণি গলে দেখিয়া সে ধরিল তাহারে,
প্রাণে মারি মণি লয়ে যায় নিজ পুরে।
সুড়ঙ্গ প্রবেশি গেলা পাতাল ভিতরে,
পুত্রে মণি দিল শিশু ক্রন্দন সম্বরে।
হেনমতে নানা সুখে বৈসে জাম্বুবান,
কেমনে মরিল প্রশেন করে অনুমান।
সকল দ্বারকা লোক একত্রে হইয়া,
সত্রাজিত সঙ্গে ফিরে প্রশেন চাহিয়া।

জীবন উদ্দেশ তার কোথা না পাইল, .
ভাই ভাই বলি কাঁদি সত্রাজিত আইল।
দুঃখিত হইয়া রাজা বসি নিজ ঘরে,
ভায়ের মরণ কথা বলে সবাকারে।
যখন চাহিল মণি নিজে নারায়ণ,
তাহারে না দেই মণি প্রসেন কারণ।
তখন মরিল ভাই শুন সর্ব্বজনে,
প্রসেনে মারিয়া মণি নিলা নারায়ণে।
এই কথা যথা তথা কহে সর্ব্বজন,
তবে তাহা স্বকর্ণে শুনিলা নারায়ণ।
কেন হেন মিথ্যাবাদ হ'ল আচম্বিত,
মনেতে চিন্তিয়া কৃষ্ণ হইলা দুঃখিত।
চতুর্থী তিথির চন্দ্র দেখি ভাদ্র মাসে,
সে কারণে মিথ্যা অপবাদ রটে দেশে।
তবেত গোবিন্দ সব বন্ধুজন আনি,
একত্র করিয়া সবে বলে চক্রপাণি।

মণি গলে প্রসেন গৈল অরণ্য ভিতরে,
জানিয়া সকল লোক দুষিছে আমারে।
মিথ্যাবাদ হৈল মোর শুন সর্ব্বজন,
কোথায় প্রসেন গেল করি অন্বেষণ।
যে দিকে প্রসেন গেল চড়িয়া ঘোড়ায়,
সেই দিকে দল বলে চলে যদুরায়।
কিছু দূরে বন মধ্যে দেখিলা কেশরী,
মারিয়া ভল্লুক যায় রসাতল পুরী।
তাহা দেখি বিস্মিত হইলা নারায়ণ,
বিচিত্র সুড়ঙ্গ তথা হয় দরশন।
দেখিয়া সুড়ঙ্গ সব বন্ধুজন আনি,
বিনয় করিয়া সবে বলে প্রিয় বাণী।
মিথ্যাবাদ হ'ল মোর বিদিত সংসারে,
অবশ্য উদ্দেশ আমি করিব তাহারে।
দ্বাদশ দিবস হেথা যাপি মোর তরে,
যাইবা সকলে ফিরি দ্বারকা নগরে।

দ্বাদশ দিবসে না হইলে আগমন,
নিশ্চয় জানিবা সবে আমার মরণ।
এতেক চিন্তিয়া সবে দৃঢ় করি মনে,
করাইবা শ্রাদ্ধ শান্তি বেদের বিধানে
বসুদেব দৈবকী চরণে নমস্কার,
করিব সেবন যদি বাঁচি পুনর্ব্বার।
এত যদি কৃষ্ণ চন্দ্র নিয়ম করিল,
পাতালে আপনি হরি তবে প্রবেশিল।
কতদূরে দেখে দিব্য পুরীর নির্ম্মাণ,
ঘর দ্বার সব তার দেখিতে সুঠাম।
দ্বারে প্রবেশিয়া হরি অন্তঃপুরে যায়,
শিশুকোলে এক নারী দেখিল তথায়।
কাঁদিছে বালক তারে বলে প্রিয়বাণী,
না কান্দিস্ যাদু লহ স্তমন্তক মণি।
মণি নাম শুনি হরি ধাইল সত্বর,
কাড়িয়া লইল মণি দেব দামোদর।

মণি লয়ে হরষিতে করিলা গমন,
এয়ে নারী জাম্বুবানে জানায় তখন।
অবধান কর প্রভু মোর নিবেদন,
চোর এক পুরে তব করি আগমন।
আমারে মারিয়া মণি লইল কাড়িয়া,
হরষিতে যায় সেই পুরী এড়াইয়া।
নারীর বচন শুনি ঋক্ষরাজ ধায়,
কতদূরে দেখি তারে কোপে কাঁপে কায়।
দূরে থাকি জাম্বুবান বলেন ডাকিয়া,
চোর হেন কেন দুষ্ট যাও পলাইয়া।
পড়িলা আমার হাতে নিকট মরণ,
মনুষ্য ভক্ষণ মোর করিব ভক্ষণ।
দৈবেতে ভক্ষণ মোর আইল নিকটে,
প্রাণে মারি খাব আজি দশন বিকটে।
ভল্লুক বচন শুনি হাস্য উপজিল,
নেউটিয়া গদাধর যুদ্ধ তারে দিল।

দুইজনে যুদ্ধ হয় অতি ঘোরতর,
কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সোসর।
এখানে সুড়ঙ্গ দ্বারে বন্ধু জন যত,
দ্বাদশ দিবস পরে সকলে চিন্তিত।
নাহি আইল হরি তবে নিশ্চয় জানিল,
কাঁদিতে কাঁদিতে সবে দ্বারকা চলিল।
কহিল দৈবকী বসুদেব উগ্রসেনে,
সুড়ঙ্গ প্রবেশি কৃষ্ণ ত্যজিল জীবনে।
দ্বাদশ দিবস হেথা পরিমিত করি,
ফিরিয়া যাইও সবে দ্বারকা নগরী।
এতবলি সুড়ঙ্গে প্রবেশে নারায়ণ,
পঞ্চদশ দিবসে না হ'ল আগমন।
পঞ্চদশ দিবস আজি হ'ল পরিমাণ,
ত্যজিল শরীর হরি করি অনুমান।
যখন সুড়ঙ্গে সেহ প্রবেশ করিল,
কাতর হইয়া আমা সবারে কহিল।

দ্বাদশ দিবস থাকি সবে যাবে ঘর,
শ্রাদ্ধ শান্তি করাইও পালি ও কোঙর।
পিতা মাতা শান্তাইবা আর পরিজন,
যতনে দ্বারকা পুরী করিবা পালন।
এতেক বিপদ বিধি ঘটাইল মোর,
এতবলি সুড়ঙ্গে প্রবেশে গদাধর।
এক্ষণে যে মত হয় করহ বিধান,
যে কিছু কহিলা হরি কহি সবা স্থান।
দৈবকী জানিল যদি এত অমঙ্গল,
হাহাকার ধ্বনি করে হইয়া বিকল।
কাঁদেন দৈবকী দেবী বধূ করি কোলে,
এতেক বিধাতা মোর লিখিলা কপালে।
আজি সব শূন্য হেরি দ্বারকা নগরী,
বিনা হরি চতুর্দ্দিক অন্ধকার হেরি।
নন্দের গোকুলে কত বাঁচিলা বিপদে,
শৈশবে বিপদ ঘটাইল পদে পদে

পাপিষ্ঠ কংসের ঠাঁই মৃত্যু এড়াইল,
জরাসন্ধ কতবার মারিতে আইল।
তোমার বিবাহে দেবী রাজচক্র জিনি,
পরিত্রাণ পায় তথা দেব চক্রপানি।
পাপী সত্রাজিত রাজা দুষিল তাহারে,
তাহার কারণে হরি সুড়ঙ্গেতে মরে।
সাজাও অগ্নির কুণ্ড না সহে বেদন,
অনলে প্রবেশি এবে ত্যজিব জীবন।
দৈবকী ক্রন্দনে কাঁদে রুক্মিণী সুন্দরী,
হরি হরি কেবা শূন্য কৈল মোর পুরী।
শৈশব হইতে চিন্তি তোমার চরণ,
যত্ন করি বিভা কৈলা কমল লোচন।
হেন প্রাণনাথ প্রাণ ত্যজিলা অকালে,
জীবন যৌবন মোর যাকু রসাতলে।
বিষাদ ভাবিয়া দেবী করেন রোদন,
অচম্বিতে বাম উরু করিল স্পন্দন।

বাম উরু বাম আঁখি, উলসিত হয় দেখি,
পয়োধর স্পন্দে ক্ষণে ক্ষণ।
মন আঁখি নাচে মোর, চিত্ত মোর সদা ভোর,
প্রেম জলে ভাসিছে নয়ন।
স্বপনেতে কথা কহে, এখনি দেখিনু তাহে,
দিব্য নারী সঙ্গেতে করিয়া।
নানা রত্ন অলঙ্কার, মণি মুক্তা কত আর,
প্রভু মোর উত্তরে আসিয়া।
চক্ষু মুদি যেই দেখি, নানা পট্টবস্ত্র সখী,
মঙ্গল করয়ে সর্ব্বজন।
নারীগণে হরষিত, আনন্দ মঙ্গলে রত,
মোর প্রভু আসিবে এখন।
বলিলাম সবে সার, প্রভুকে দেখিন আর,
বাম ভাগে পরমা রূপসী।
রত্নময় অলঙ্কারি, এখনি দেখিনু তার,
কাশী কহে সত্য হেন ভাষি।

রুক্মিণী কহেন দেবী নাহি কর শোক,
এখনি আসিবে প্রভু মঙ্গল কৌতুক।
ক্রন্দন সম্বর দেবী নিবেদি চরণে,
নাহি মরে তব পুত্র লয় মোর মনে।
সিথির সিন্দুর মোর অধিক উজ্জ্বল,
দুইবাহু শঙ্খ মোর করে ঝল মল।
বাম চক্ষু বাম উরু নাচে পয়োধর,
কুশলে আছেন মোর প্রভু গদাধর।
উঠ উঠ পূজ দেবী চণ্ডিকা ভবানী,
বিপদ নাশিনী দেবী হবেন ঘরণী।
বধূর বচনে দেবী আনন্দ করিয়া,
চণ্ডিকা পূজেন দেবী ঘটাদি পাতিয়া।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ,
দুর্গতি নাশিনী দেবী বিপত্তি ভঞ্জন।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে তোমারে করে পূজা,
তোমারে পূজিয়া ইন্দ্র স্বর্গে হয় রাজা।

তোমাকে পূজিয়া রাম সাগর বান্ধিল,
দশানন বধি রাম সীতা উদ্ধারিল।
তুমি দেবী আদ্যাশক্তি মোরে কর দয়া,
দুঃখ নিবারণ কর তুমি মহামায়া।
বিধির বিধান তুমি করহ খণ্ডন,
তোমার চরণ ভজে সর্ব্ব দেবগণ।
ভব ভয় হরা দেবী তোমা সবে বলে,
দুঃখ বিনাশিয়া মাতা রাখহ গোকুলে।
ব্রহ্মা আদি দেব সবে তোমা পূজা করে,
উদ্ধার করহ মাতা বিপদ সাগরে।
নানামতে স্তুতি করে দৈবকী আপনি,
নৈবিদ্যাদি দিয়া পূজে চণ্ডিকা ভবানী।
চারিদিকে পুরনারী জয়ধ্বনি করে,
পূজেন ভবানী দেবী আনন্দ অন্তরে।
নাম লয়ে দেবী পূজে নতি স্তুতি করে,
পূজিলা ভবানী দেবী নানা উপচারে।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ,
দুর্গতি নাশিনী দেবী করহ তারণ।
পুত্রদান দেহ দেবী আনি গোবিন্দাই,
তোমার প্রসাদে শোক সাগর এড়াই।
নানা উপহারে পূজে দেবী শ্রীরুক্মিণী
সেই মতে আর পূজে যত ঠাকুরাণী।
এই মতে হেথা সবে পূজিছে ভবানী,
ওথা উগ্রসেন রাজা বন্ধুজন আনি।
শাস্ত্রীয় বচনে তবে শান্তি করাইলে,
সপিণ্ডাদি দান কৈল সমুদ্রের জলে।
লৌকিক বিধান কৈল সমুদ্রেরতীরে,
পিণ্ডদান তর্পনাদি বেদ অনুসারে।
হেথা নিরাহারে যুদ্ধ করে দুইজনে,
সপ্তবিংশ দিন গত দেখি যে গণনে।
পিণ্ড দান কৈল যত দ্বারকা নগরে
তুষ্ট হয়ে বল বাড়ে কৃষ্ণের শরীরে।

বিশেষ কৌতুক যত করিল মুরারি,
তিন নব দিন যুদ্ধ ঋক্ষ সহ করি।
জিনিয়া ভল্লুক কৃষ্ণ তাহার উপর,
বসিয়া আপন মূর্ত্তি ধরে গদাধর।
রাম অবতারে ঋক্ষ রাম সেবা কৈল,
রামমূর্ত্তি জাম্বুবান দেখিতে পাইল।
জানিল মনুষ্য নহে নারায়ণ হরি,
ভল্লুক তখন কহে কৃষ্ণে স্তুতি করি।
সাগর বাঁধিয়া কৈলা রাবণ সংহার,
তোমার সপক্ষে রণ করিনু অপার।
তবেত আমারে বর দিলা চক্রপাণি,
সর্ব্বজনে জয় জয় জগতে বাখানি।
চিরজীবি হ'য়ে বৈস পাতাল ভিতরে,
তব অনুগ্রহে মোরে কেহ নাহি পারে।
হেন বর মোরে দিয়াছিলা চক্রপাণি,
যে দোষ করিনু প্রভু ক্ষমহ আপনি।

শুনিয়া সে কথা তাঁর দয়া উপজিল,
ভল্লুকে ছাড়িয়া প্রভু উঠি দাঁড়াইল।
উঠিল ভল্লুক রাজা সম্বিত পাইয়া,
এক চিত্তে স্তুতি করে গোবিন্দে চাহিয়া
সংসারের সার তুমি দেব নারায়ণ,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারণ।
কোপ শান্ত কর প্রভু এস মোর পুরী,
পদরজ দিয়া শুদ্ধ করহ মুরারি।
আনিয়া বসিতে দিয়া দিব্য সিংহাসন,
আনন্দিত জাম্বুবান হইলা তখন।
গুণবতী কন্যা অতি রূপেতে পার্ব্বতী,
গোবিন্দে বিবাহ দিলা নাম জাম্বুবতী।
যৌতুক স্বরূপ দিলা স্যমন্তক মণি,
কন্যারত্ন লয়ে চলে দেব চক্রপাণি।
জাম্বুরথে কৃষ্ণচন্দ্র কৈল আরোহণ,
সেই রথে দ্বারকাতে করিলা গমন।

দ্বারকা নিকটে কৃষ্ণ শঙ্খ বাজাইল,
পঞ্চজন্য নাদ শুনি সকলে আইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ধাইল সর্ব্ব লোক,
হরিষ হইল সবে খণ্ডে দুঃখ শোক।
জাম্বুবতী সঙ্গে ঘরে আইলা শ্রীহরি,
শচীসঙ্গে পুরন্দর যেন স্বর্গপুরী।
আইল দৈবকী দেবী হরষিত মনে,
বধূ লয়ে গেল মাতা আপন ভবনে।
এ হেন আশ্চর্য্য কথা অমৃতের সার,
হেনমতে মণি আনি দিল গদাধর।
বন্ধুজন লয়ে বৈসে সভার ভিতর,
ডাক দিয়া আনে সত্রাজিত নৃপবর।
মণি লাগি যুদ্ধ আমি করিনু বিস্তর,
যে মতে পাইনু মণি শুন নৃপবর।
শুনিয়া তাহারে সবে তিরস্কার করে,
সত্রাজিত সলজ্জিত বচন না সরে।

লাজে হেঁট মাথা করি করিলা গমন,
মণি লয়ে গেল তবে না কৈল বচন।
মিথ্যাবাদ দিলা কৃষ্ণে রাজা মনে গণি
কেমনে হইবে তুষ্ট দেব চক্রপানি।
কন্যারত্ন আছে মোর ত্রৈলক্য উপমা,
জগত মোহিনী কন্যা নাম সত্যভামা
মণি দিয়া গোবিন্দে করিব কন্যাদান,
তবে তুষ্ট হবে কৃষ্ণ করি অনুমান।
এত ভাবি নরপতি বন্ধুজনে লয়ে,
চলিলা গোবিন্দ স্থানে হরষিত হয়ে।
নিকটেতে গিয়া বলে করপুট করি,
আমার বিনয় কিছু শুনহ শ্রীহরি !
অক্রুর দ্বারায় মণি মাগিলা রাজন,
প্রসেনেরে দিয়া কৈনু আদেশ হেলন
দৈবের নির্ব্বন্ধ কিছু খণ্ডনে না যায়,
গলে মণি মৃগ মারি বনে বনে ধায়।

অপবিত্রে ধরে যদি প্রাণী হিংসা করে,
প্রাণেতে মারিল সিংহ অরণ্য ভিতরে।
সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ তব অবতারে,
তোমা বিদ্যমানে মারে কহিব কাহারে।
অপরাধ কৈল দোষ খণ্ড নারায়ণ,
কোটী কোটী দণ্ডবৎ তোমার চরণ।
সম্ভ্রমে উঠিয়া হরি ধরি তার কর,
বিনয় বচনে শান্ত করেন সত্বর।
ক্ষমিনু সকল দোষ স্বরূপ বচন,
পরম হরিষে ঘর করহ গমন।
পুনরপি রাজা কহে কর যোড় করি,
স্বরূপে সদয় যদি হইলা শ্রীহরি।
সর্ব্বগুণে কন্যা আছে আমার আলয়,
তাহারে বিবাহ কর শুন মহাশয়।
শুনিয়া রাজার বাক্য হাসে গদাধর,
অন্তরে সন্তোষ তারে দিলেন উত্তর।

কুলে শীলে বড় তুমি সংসার ভিতর,
তা কন্যা বিবাহ করিব নৃপবর।
তখন হরিষে রাজা উঠিল সত্বর,
বিবাহ দিবস করে আনি দ্বিজবর।
ঘরে ঘরে আনন্দিত দ্বারকা নগরী,
সত্যভামা বিবাহ করিবে দেব হরি।
কৌতুক মঙ্গল করে প্রতি ঘরে ঘরে,
নেতের পতাকা উড়ে ঘরের উপরে।
দোসারি মহরি বাজে যতেক বাজন,
নর্ত্তকী নাচয়ে গীত গায়ত গায়ন।
সর্ব্ব লোক আনন্দিত শুনি এ কাহিনী,
সত্যভামা বিবাহ করিলা চক্রপাণি।
পৃথিবী ভিতরে বৈসে যত নৃপবর,
কৌতুক দেখিতে আসে দ্বারকা নগর।
সবার সুন্দর কৃষ্ণ মুনি মনোহর,
নানা রত্নে বিভূষিত পরম সুন্দর।

ত্রৈলোক্য সুন্দরী দেবী সতী সত্যভামা,
রতি জিনি তাঁর রূপ নাহিক উপমা।
শুভ দিনে শুভক্ষণে দোঁহে দরশন,
মণি কাঞ্চনেতে যেন হইল মিলন।
সত্রাজিত রাজা তবে কৈলা কন্যাদান
হস্তী আদি নানা রত্ন বিবিধ বিধান
যৌতুক স্বরূপ দিল স্যমন্তক মণি,
পালিহ আমার কন্যা দেব চক্রপাণি।
বিভা করি নারায়ণ চড়ি দিব্য রথ,
সত্যভামা সহিত আইলা জগন্নাথ।
ঘরে গিয়া নারায়ণ মণি হাতে করি,
মাতা পিতা বন্দি তবে বলেন শ্রীহরি।
আমা সবা যোগ্য নহে স্যমন্তক মণি,
অপবিত্রে ধরি প্রসেন হারায় পরাণী।
এক বোল বলি যদি সবে ধর চিতে,
পুনরপি মণি দেই রাজা সত্রাজিতে।

হরির বচন শুনি সবে আনন্দিত,
তাঁরে স্যমন্তক দিতে সকলে সম্মত।
ডাকিতে তাহারে আনি দৈবকী তনয়,
মণি দিয়া করিলেন বিস্তর বিনয়।
মণি লহ বিষাদ না ভাব নরপতি,
তব স্থানে রাখ মণি সবার সম্মতি।
রাখহ পুজহ মণি শুন নৃপবর,
এতবলি মণি তবে দিলা দামোদর।
যতনে রহিল মণি নৃপতি সহিতে,
দ্বারকা নগরে লোক রহিল সুখেতে।
রূপে গুণে অনুপম দেবী সত্যভামা,
রুক্মিণী সদৃশ নহে তাহার উপমা।
হেনরূপে নানা সুখে আছে দামোদর,
পাণ্ডবের মৃত্যু বার্ত্তা হইল গোচর।
হস্তিনা নগরে রহে পাণ্ডু পুত্রগণ,
দেখিতেনাপারে তাহা পাপী দুর্য্যোধন।

ইন্দ্রপ্রস্থে জতুগৃহ করিয়া নির্ম্মাণ,
পাণ্ডবে পাঠায় তথা নাশিবারে প্রাণ
পঞ্চপুত্র সহ কুন্তী জতুগৃহে রয়,
অগ্নি দিল সেই গৃহে নিশীথ সময়।
সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণ হৃদয়ে চিন্তিল,
নাহি মরে পাণ্ডব সে মনেতে জানিল।
মাতৃসহ পঞ্চভাই অবশ্য জীবিত,
লোকাচারে উদ্দেশ যে করিতে উচিত।
এতেক চিন্তিয়া তবে সুযাত্রা করিয়া,
চলিল হস্তিনাপুরে রথেতে চড়িয়া।
দেখিলেন তথা গিয়া ভীষ্ম মহাজন,
দ্রোণ কর্ণ ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুর্য্যোধন।
কৃপ শল্য বিদুর দেখিল সত্যবতী,
অম্বা অম্বালিকা সবে শোকান্বিত অতি।
পাণ্ডবের শোক সবে করে অনুক্ষণ,
শান্তনা করিতে তথা রহে নারায়ণ।

হেনকালে দ্বারকাতে করয়ে যুকতি,
শতধন্বা কৃতবর্ম্মা অক্রুর সংহতি।
সত্রাজিত গৃহে কন্যা সত্যভামা ছিল,
শতধন্বা বিভা দিতে প্রতিজ্ঞা করিল।
প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া কন্যা দিল গদাধরে,
সত্রাজিতে মারি মণি লহত সত্বরে।
তবে শতধন্বা যায় চোর রূপ ধরি,
ঘোরতর নিশাকালে প্রবেশিল পুরী।
গলে মণি নিদ্রা যায় পালঙ্ক উপরে,
মাথা কাটি মণি লয়ে আসিল সত্বরে।
তারপর পুরে তার ক্রন্দন উঠিল,
মাথা কাটি কোন চোর মণি লয়ে গেল।
তবে সত্যভামা দেবী বাপের মরণে,
ভূমেতে লুঠিয়া কাঁদে করুণ বচনে।
সর্ব্বলোক কাঁদে যত দ্বারকাতে বৈসে,
কোন পাপী হেন কর্ম্ম করে কি সাহসে।

তবে সত্যভামা সতী সম্বরি ক্রন্দন,
কৃষ্ণেরে সংবাদ দিতে করিল গমন।
যথা কৃষ্ণ নিবসয়ে হস্তিনা নগরে,
ত্বরা করি গিয়া সব জানাইল তারে।
কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে কহে কৃষ্ণের চরণে,
শোকেতে না সরে বাণী বাপের মরণে।
জগতের নাথ তুমি সংসারের সার,
তোমা বিদ্যমানে মোর পিতার সংহার।
শুনিয়া সে সব কথা ব্যাজ না করিল,
সত্যভামা সহ কৃষ্ণ রথেতে চড়িল।
ত্বরা করি আসে হরি দ্বারকা নগরে,
শতধন্বা নিজ পাপ লুকাইতে নারে।
জানিয়া কোটাল তবে কহে কৃষ্ণ পায়,
মোর নিবেদন তুমি শুন যদুরায়।
যে জন লইল মণি শুন মোর ঠাঁই,
শতধন্বা মারে রাজা শুনহ গোসাঁই।

জানিয়া এসব কথা কহিনু তোমারে,
যে হয় উচিত তুমি করহ তাহারে।
বার্ত্তা জানি বলদেব শার্ঙ্গ গদাধর,
শতধন্বা মারিবারে উঠিল সত্বর।
এত শুনি শতধন্বা মনে মনে গণি,
ডাক দিয়া কৃতবর্ম্মা অক্রুরেরে আনি।
তোমা সবা বচনে মারিনু সত্রাজিতে,
এখন সাজিল কৃষ্ণ জিনি কোন মতে।
তোমরা দুজনে মোর হওহে সহায়,
তবে সে জিনিতে পারি মোর মনে লয়।
এত শুনি অক্রুর করেন পরিহার,
হেন বোল মোরে রাজা না বলিহ আর।
মহারাজ কংশ ছিল পৃথিবী ভিতর,
সুবংশে মারিল তারে দেব দামোদর।
জরাসন্ধ মহাবীর বিদিত সংসারে,
যুদ্ধে হারি পলাইল অষ্টাদশ বারে।

মহারাজ রুক্মি বীর হন পরাজিত,
কালীয় দমন কথা জগতে বিদিত।
সপ্ত বৎসরের শিশু পর্ব্বত ধরিল,
দেখিনু যে কৃষ্ণ যত অসুর মারিল,
মান কচু দাঁড়া যেন কাটে শিশুগণ,
তেমতি অসুরগণে বধে নারায়ণ।
শিশুপাল সম বীর নাহি ত্রিভুবনে,
ছেদন করেন তারে প্রভু সুদর্শনে।
হেলায় করিতে পারে সংহার সৃজন,
হেনজন সঙ্গে বাদ করে কোন জন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ যাঁরে সেবা করে,
সেজনে মনুষ্য জ্ঞান না কর অন্তরে।
তার সনে বাদ করি জীবে কোন জন
প্রাণ লয়ে ভাগ তুমি না করিও রণ।
শতধন্বা অক্রুরের উপদেশ শুনি,—
রাখিল তাহার ঠাঁই স্যমন্তক মণি।

তুমিতো ধার্ম্মিক বড় করিনু বিশ্বাস,
মণি রাখ তুমি আমি যাই পরবাস।
এতবলি ঘোড়াতে চড়িল নৃপবর,
হেথা তার ঘর দ্বার বেড়ে গদাধর।
বাটীতে তাহার যদি না হ'ল উদ্দেশ,
কৃষ্ণ বলরাম করে কাননে প্রবেশ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে দেখিতে পাইয়া,
দুই ভাই পিছে তার চলেন ধাইয়া।
ধর ধর বলিয়া ধরিল চক্রপাণি,
কাতর হইয়া রাজা হারায় পরানি।
তবে হরি খড়্গধারে খণ্ড খণ্ড করি,
দেখিলেন দুই ভাই শরীর বিদারি।
না পাইল মণি তবে দেব গদাধর,
হায় হায় কি কারণে বধি নৃপবর।
বিষাদিত হইয়া আইলা গদাধর,
কহিতে লাগিলা বলরামের গোচর।

না পাইনু মণি তার শরীর বিদারি,
কোন কার্য্যে করিলাম শতধন্বা মারি।
শুনি বলদেব হাসি বলিলেন বাণী,
কি লাগি আমারে তুমি ভাণ্ড চক্রপাণি।
নাহি চাহি মণি আমি যাও তুমি ঘর,
দেখিতে জনক যাই মিথিল নগর।
বলদেব গেল তাহা শুনি দুর্য্যোধন,
গদাযুদ্ধ তার ঠাই করিলা পঠন।
হেনমতে ঘরে আসি দেব নারায়ণ,
সত্যভামা প্রতি কহে বিনয় বচন।
শুন দেবী সত্যভামা অরণ্য ভিতর,
মারি শতধন্বা দেহ করিনু বিদার।
না পাইনু মণি প্রিয়া তাহার শরীরে,
বিচারিয়া ক্রোধ প্রিয়া না করহ মোরে।
শুনিয়া কাঁদেন দেবী ছাড়িয়া নিশ্বাস,
রুক্মিণীরে দিবা মণি আমারে নৈরাশ।

ভাল ভাল সুখে থাক লইয়া সে নারী,
ক্রোধ করি সত্যভামা গেল নিজপুরী।
মিথ্যাবাদে গদাধর হইলা বিস্মিত,
কেন হেন মিথ্যাবাদ হ'ল আচম্বিত।
মনোদুঃখে দামোদর গেলা নিজ ঘর,
মণি হেতু সদা তাঁর চিন্তিত অন্তর।
অক্রুর সুমতি হেন কালে কার্য্য বশে,
ছাড়িয়া দ্বারকা গেল ভোজরাজ দেশে।
তবেত দ্বারকা মাঝে অনাবৃষ্টি হৈল,
দ্বাদশ বৎসর ইন্দ্র বৃষ্টি নাহি দিল।
নিতান্ত বিপদ দেখি যত লোক আসি,
অনুমান করে সবে এক ঠাঁই বসি।
অক্রুর গান্ধারী সুত সুবল তনয়,
তিনি না থাকিলে দেশে অনাবৃষ্টি হয়।
মাতা যত্নে গান্ধারীকে গর্ভেতে ধরিল,
দ্বাদশ বৎসর শিশু ভূমিষ্ঠ না হ'ল।

নানা যত্ন করিল করিল বহু দান,
তবেত প্রসব তার হয় সমাধান।
দ্বাদশ বৎসর পরে নারী প্রসবিল,
শুনি নরপতি অতি হরষিত হ'ল।।
কন্যা রত্ন হ'ল কাশী রাজার ভবনে,
তার রূপ গুণ সম নাহি ত্রিভুবনে।
বহুদিন কাশীপুরে অনাবৃষ্টি ছিল,
প্রসবের পরে পুরে ইন্দ্র বরষিল।
প্রজা সহ আনন্দিত হ'ল কাশীরাজা,
বিবাহ দিলেন তার করি বহু পূজা।
তার গর্ভে জন্মিল অক্রুর মহাশয়,
সেই না থাকিলে দেশে অনাবৃষ্টি হয়।
অনুমান করি সবে কহে গদাধরে,
অক্রুর বিহনে বৃষ্টি না হয় নগরে।।
অক্রুর ছাড়িলে দেশে অনাবৃষ্টি হ'ল,
কৃষ্ণের নিকটে সবে কহিতে লাগিল।

অক্রূরে আনিতে আজ্ঞা দিলা গদাধর,
সকলে গেলেন তবে অক্রূর গোচর।
সবে সযতনে যবে অক্রূর আনিল,
তবে ইন্দ্রদেব দেশে বারি বরষিল।
দুঃর্ভিক্ষ খণ্ডিল আর অকাল মরণ,
দ্বারকার জনগণ হরষে মগন!
মরাবৃক্ষ শুষ্ক যত ছিল দ্বারকাতে,
ফল ফুল পরিপূর্ণ হইল তাহাতে।
গোধন আনন্দে চরে হয় দুগ্ধবতী,
ধন ধান্য শস্যপূর্ণ হ'ল দ্বারাবতী,।
আনন্দিত পশু পক্ষী নগরের প্রজা,
সর্ব্বজন করে তবে অক্রূরের পূজা।
বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণ মনে মনে গণে,
অক্রূরের এ সম্মান মণির কারণে।
দিন কত পরে কৃষ্ণ আনিল অক্রূরে,
অদ্ভুত মিষ্টান্ন দানে তুষিলেন তারে।

ভোজনে সন্তোষ তারে করি গদাধর,
আদরে কহেন তবে ধরি দুটি কর।
সত্রাজিত মণি কিবা আছে তব স্থানে
কহিবা স্বরূপ কথা মম বিদ্যমানে।
মোর কাছে মণি আছে শুন নারায়ণ,
শতধন্বা দিলা যবে করে পলায়ন।
আজ্ঞাকর মণি আনি তোমার গোচর,
এক্ষণে না চহি মণি শুনহ উত্তর।
মোরে মিথ্যাবাদ দোষ দেয় সর্ব্বজন,
ঘরে পরে মোরে সবে করয়ে গঞ্জন।
সর্ব্বজনে আনি আর ভাই হলধর,
তবে মণি দিবা আনি সবার গোচর।
বলিয়া বিদায় তারে দিলা গদাধর,
বলরাম স্থানে গেলা মিথিলা নগর।
স্তুতি করি বলদেবে আনিলেন ঘরে,
নিমন্ত্রণ করিলেন দ্বারকা নগরে।

সভা করি বসিলেন কৃষ্ণ হলধর,
বসিলা সকল লোক সভার ভিতর।
রুক্মিণী ও সত্যভামা দেবী জাম্বুবতী,
তাহা সবা বসাইলা দেব লক্ষ্মীপতি।
তবে দাঁড়াইলা কৃষ্ণ যোড় করি হাত,
অক্রূরে প্রণতি করি কহে জগন্নাথ।
সত্রাজিত মণি আছে তোমার ভবনে,
সকলে দেখুন মণি আন সভা স্থানে।
শ্রীকৃষ্ণের বচনে অক্রূর মহাশয়,
ঘরে হ'তে মণি আনি রাখিল সভায়।
লজ্জা পেয়ে বলরাম হেট মাথা কৈল,
সত্যভামা দেবী তবে লজ্জিত হইল।
গোবিন্দ কহেন লজ্জা না ভাবহ মনে,
মিথ্যাবাদ হ'ল মোর যাহার কারণে।
ভাদ্র চতুর্থীর চন্দ্র দেখিনু কৌতুকে,
তাহার কারণে মিথ্যা কহে সর্ব্বলোকে।

তিন তালি দিয়া আমি বলিতেছি সবে,
ভাদ্র চতুর্থীর চন্দ্র কেহ না দেখিবে।
হরি তালিকা এই কহিলা শ্রীহরি,
সাবধানে থাক লোক চন্দ্র পরিহরি।
যদিবা দৈবাৎ চন্দ্র হয় দরশন,
এইত পুস্তক লোক করিবে শ্রবণ।
খণ্ডিবে সকল দোষ কৃষ্ণের বচন,
সত্য সত্য কহি সত্য শুভ সর্ব্বজন।
তবে নারায়ণ মণি রত্ন হাতে করি,
বলভদ্র কাছে গিয়া কহেন শ্রীহরি।
মদে মত্ত সদা তুমি তোমা যোগ্য নয়,
সত্যভামা লয় যদি আমারে ছাড়য়।
তেকারণে মণি যোগ্য অক্রূর ভবনে,
পবিত্রে থাকিলে মণি সুখী সর্ব্বজনে।
সত্রাজিত লৈল মণি গলায় ধরিয়া,
প্রসেন মরিল দেখ মণি গলে দিয়া।

হুকুম মাত্র করি মণি শতধন্না মরে,
সে কারণে নাহি দিব তোমা সবাকারে।
দেবতার মণি সেই দেবের সমান,
যেজন পরশে তার না রহে পরাণ।
দ্বিজ বিনা দেব পূজা অন্যে যদি করে,
পূজা ব্যর্থ হয় সেহ অকালেতে মরে।
শূদ্রেতে বিগ্রহ নাহি পরশ করিবে,
নাম ধ্যান দ্বিজসেবা দানাদি করিবে।
আমার কথায় মণি অক্রূরকে দিয়া,
দ্বারকাতে বাস কর দুঃখ এড়াইয়া।
সর্ব্বজন আনন্দিত কৃষ্ণের বচনে,
তবে সেই মণি দিল অক্রূরের স্থানে।
তবেত কৃষ্ণের দোষ খণ্ডন হইল,
অক্রূর লইয়া মণি গৃহেতে চলিল।
স্যমন্তক মণি হরণ আশ্চর্য্য কথন,
ইতি উপদেশ কথা শুন সর্ব্বজন।

শুনিলে পরম সুখ কারণ মুকতি,
হেন কথা শুন ভাই করিয়া ভকতি।
সত্যভামা জাম্বুবতী বিভা একবারে,
কহিনু এসব কথা বন্দি গদাধরে।
মহাভারতের কথা শ্রীমণি হরণ,
শ্রদ্ধা করি সাধুজন করেন শ্রবণ।
শ্রবণে দুর্গতি নাশ খণ্ডে সর্ব্ব দুঃখ,
অমৃতের সার কথা শুনি পাই সুখ।

সম্পূর্ণ।